বাদাম বিক্রি করে চলে লেখাপড়া ও সংসার

যে বয়সে হাতে থাকার কথা রঙ-পেন্সিল, বই-খাতা আর বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে ছুটে বেড়ানোর কথা, সেই বয়সেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে আট বছরের শিশু মাহিম। মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির এই শিক্ষার্থী স্কুলের টিফিন বিরতি ও ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা না করে বাদাম বিক্রি করে পরিবারের খরচ জোগাতে সহায়তা করছে।

দেড় বছর আগে স্ট্রোকে মাহিমের বাবা মান্নান আলীর মৃত্যু হয়। এরপর মা শিল্পী খাতুন, ছোট বোন এবং মাহিমকে নিয়ে পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। কোনো স্থায়ী আয়ের উৎস না থাকায় বাধ্য হয়েই ছোট্ট মাহিমের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাদামের প্যাকেট।

প্রতিদিন সকালে বিদ্যালয়ে এসে নিয়মিত ক্লাস করে মাহিম। কিন্তু টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই যখন অন্য শিক্ষার্থীরা মাঠে খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে হাতে বাদামের ঝুড়ি নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ ও আশপাশে বিক্রি শুরু করে। বিদ্যালয় ছুটির পরও সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তার এই সংগ্রাম। এরপর বাড়ি ফিরে ক্লান্ত শরীর নিয়েই বসতে হয় পড়ার টেবিলে।

মাহিম বলে, “আমি লেখাপড়া করে বড় মানুষ হতে চাই। বাবার মতো কষ্ট করতে চাই না। বাদাম বিক্রি করি, কারণ বাসায় টাকা লাগে। সবাই যখন খেলে, আমারও খেলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আগে বাদাম বিক্রি করতে হয়।”

শিশুটির মা শিল্পী খাতুন চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, “স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় কাজ খুঁজেছি, কিন্তু নিয়মিত কাজ পাইনি। বাধ্য হয়েই ছেলের হাতে বাদাম তুলে দিয়েছি। একজন মা হিসেবে এটা খুব কষ্টের।

আমি চাই আমার ছেলে শুধু লেখাপড়া করুক। সরকার বা কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পাশে দাঁড়ালে ওকে আর বাদাম বিক্রি করতে হবে না।” মাহিমের সহপাঠী রক্তিম বলে, “টিফিনের সময় আমরা খেলি, কিন্তু মাহিম বাদাম বিক্রি করে। আমরা চাই ও আমাদের সঙ্গে খেলুক।”

সহপাঠী রাসেল হোসেন বলে, “মাহিম খুব ভালো ছাত্র। স্যার যা

পড়ান, সবই পারে। ওর যেন আর কষ্ট না করতে হয়।”
আরেক ছাত্রী সিনথিয়া জানায়, “মাঝে মাঝে মাহিমের কাছ থেকে বাদাম কিনি। ও সবসময় হাসিমুখে থাকে, কিন্তু বুঝি ও অনেক কষ্ট করে।”

স্থানীয় বাসিন্দা আলেক হোসেন বলেন, “মাহিম শুধু একটি শিশুর নাম নয়, সে সমাজের অসংখ্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুর প্রতিচ্ছবি। দারিদ্র্য তাদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। যথাসময়ে সরকারি ও সামাজিক সহায়তা পেলে তারাও স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাবে।”

আরেক বাসিন্দা আরিফ হোসেন বলেন, “আজ মাহিমের ছোট্ট দুটি হাত বাদাম বিক্রি করছে, কিন্তু সুযোগ পেলে সেই হাতই একদিন সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। প্রয়োজন শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রের আন্তরিক সহযোগিতা।”

মাহিমের বাংলা বিষয়ের শিক্ষিকা বলেন, “এত অল্প বয়সেই মাহিমের কাঁধে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তাকে বাদাম বিক্রি করতে হচ্ছে। এই বয়সে এমন চাপ থাকায় সে বাড়িতে ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে না। আমার বিশ্বাস, পরিবারের আর্থিক অবস্থা যদি একটু ভালো হতো, আর বাসায় কেউ যদি তাকে নিয়মিত পড়াশোনায় সহযোগিতা করত, তাহলে ক্লাসে আমরা যা পড়াই, তা আরও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারত। মাহিমের আরও ভালো করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।”

ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসিদুর রহমান বলেন, “আমাদের বিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ও আনুষঙ্গিক খরচ তাদের পরিবার বহন করে। কিন্তু খুবই দুঃখজনক যে, এই ছোট্ট বয়সেই মাহিমকে নিজের পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে। বাদাম বিক্রি করে সে সংসারে সহযোগিতা করছে, যা অত্যন্ত কষ্টের বিষয়। আমি চাই, সরকারি বা বেসরকারিভাবে এমন সহায়তা করা হোক, যাতে মাহিম এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্য শিশুদের মতো লেখাপড়া ও খেলাধুলার মধ্যেই তার শৈশব কাটাতে পারে।”

ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন, “মাহিম নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে এবং পড়াশোনায় মনোযোগী। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তাকে বাদাম বিক্রি করতে হচ্ছে। বিষয়টি আমাদের ব্যথিত করে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করা হচ্ছে। তবে শিশুটির জন্য সরকারি ও সামাজিক সহায়তা খুবই প্রয়োজন।”

দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তবতায় মাহিমের শৈশব আজ হারিয়ে যাচ্ছে জীবিকার সংগ্রামে। তবুও তার চোখে স্বপ্ন একদিন লেখাপড়া করে বড় মানুষ হবে। এখন প্রয়োজন সমাজের মানবিক মানুষ এবং রাষ্ট্রের কার্যকর সহায়তা, যাতে বাদামের ঝুড়ির পরিবর্তে তার হাতে থাকে শুধু বই-খাতা আর স্বপ্ন পূরণের সাহস।

মেহেরপুরের প্রবীণ শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম মাস্টার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে নিজ বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, সন্তান, অসংখ্য শিক্ষার্থী, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

শিক্ষকতা জীবনে তিনি অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে তুলেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাবেক শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

মরহুম হাজী মো. সিরাজুল ইসলাম ১৯৬২ সালে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। তিনি গহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কাঁঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। ২০০৮ সালে গহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসরের পরও তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ছিলেন পরোপকারী, নির্লোভ,

নিরহংকার ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ।
বুধবার সকাল সাড়ে ৮টায় রফিকুল মিয়ার চাতাল প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম দ্বিগুণ, কেজিতে বেড়েছে ১শ টাকা

মেহেরপুরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি বেড়েছে ১০০ টাকা। গত সপ্তাহে প্রতি কেজি মরিচের দাম ছিল ৯০ টাকা, যা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায়।

তবে দাম বাড়লেও কৃষকদের মনে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। শুরু হয়েছে বৃষ্টি; জমিতে পানি জমে থাকা কিংবা বৃষ্টির পর হঠাৎ রোদ উঠলে মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। ব্যবসায়ীদের মতে, বাজারে মরিচের সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বৃষ্টির কারণে চাষিরা ঠিকমতো মরিচ তুলতে পারছেন না।

বুধবার সকালে সরেজমিনে গাংনী উপজেলার দেবীপুর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি ১০০ টাকা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলার একাধিক মরিচ চাষির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে অন্যান্য ফসলের তুলনায় মরিচ চাষে বেশি লাভ হচ্ছে। আজ প্রতি কেজি মরিচ ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তবে বৃষ্টির পর রোদ উঠলে উপজেলার অধিকাংশ মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

কৃষকদের ভাষ্য, প্রতি বিঘা জমিতে মরিচ চাষে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ফলন ভালো হলে ভালো লাভ পাওয়া যায়। এখানকার উৎপাদিত মরিচ স্থানীয় চাহিদা পূরণ

করে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়।

মরিচ চাষি রকিবুল ইসলাম বলেন, “এখানকার কৃষকেরা পতিত ও আবাদি জমিতে মরিচ চাষ করেন। লাভজনক হওয়ায় দিন দিন চাষিদের আগ্রহ বাড়ছে। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। গত সপ্তাহে দাম ছিল ৯০ থেকে ১০০ টাকা। আমিও মরিচ নিয়ে এসেছি, এখনও বিক্রি করিনি। ১৯০ টাকা দাম পেলে বিক্রি করে দেব।”

গাড়াবাড়িয়া এলাকার মরিচ চাষি আলমগীর হোসেন বলেন, “মরিচের বস্তা দেখলেই ব্যবসায়ীরা কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। আমদানি কম থাকায় দাম বেড়েছে, এতে চাষিরা লাভবান হবেন।”

মরিচ চাষি ইমরান হোসেন বলেন, “প্রতি বছরের মতো এবারও মরিচ চাষ করেছি। আশা করছি আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কম সময়েই ভালো লাভ হবে। তবে বৃষ্টির কারণে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টি ও হালকা বাতাসে গাছের গোড়া নরম হয়ে যায়। পরে রোদ উঠলে গাছ মারা যায়, এতে অনেক চাষিকে লোকসান গুনতে হয়।”

মরিচ ব্যবসায়ী মো. ইনজাল হোসেন বলেন, “আজ মরিচের কেজি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, অথচ গত সপ্তাহে ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা। মরিচের দাম ওঠানামা করা বোঝা কঠিন। বৃষ্টির কারণে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে দাম আরও বাড়তে পারে।”

দেবীপুর বাজারের ইজারাদার মো. মিন্টু মিয়া বলেন, “কোনো দিন ৫ হাজার, কোনো দিন ৪০ হাজার, আবার কোনো দিন ৩ হাজার কেজি মরিচ বাজারে আসে। আজ প্রায় ৩ হাজার কেজি মরিচ আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় আমদানি কমেছে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৮৩৫ হেক্টর জমিতে মরিচের চাষ হয়েছে। গত বছর এ পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮২৫ হেক্টর। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার মরিচের আবাদ কিছুটা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিয়ার রহমান বলেন, “অনুকূল আবহাওয়া ও ভালো দাম অব্যাহত থাকলে চাষিরা লাভবান হবেন। বর্তমানে মরিচের বাজারদর ভালো রয়েছে। তবে ভারী মৌসুমি বৃষ্টির সতর্কতা থাকায় ক্ষতি এড়াতে জমিতে নালা করে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।”

গাংনীতে চুরির হিড়িক: ভ্যান হারিয়ে বিপাকে সাত সদস্যের দরিদ্র পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে চুরির ঘটনা যেন থামছেই না। আবারও গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের হানা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই গ্রামে। গত রাতে আনুমানিক রাত ২:০০টার দিকে গ্রামটির দরিদ্র ভ্যান চালক রকিবুলের বাড়ি থেকে একটি পাখি ভ্যান চুরি হয়ে গেছে। ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম ওই গ্রামের লালচাঁদ (লালু)-এর ছেলে। চুরি হওয়া ভ্যানটির আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ভ্যানটি বাড়িতে রেখে ঘুমাতে যান চালক রকিবুল। এরপর রাত প্রায় ৩:০০টার দিকে তার বাবা ঘুম থেকে উঠে দেখেন বাড়ির উঠানে রাখা ভ্যানটি নেই। পরে বুঝতে পারেন, চোরচক্র প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে অত্যন্ত সুকৌশলে ভ্যানটি চুরি করে নিয়ে গেছে। রাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গাড়িটির কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “আমাদের পরিবারে মোট সাতজন সদস্য রয়েছে। যার মধ্যে আমার একটি প্রতিবন্ধী নাতি রয়েছে, যার নিয়মিত চিকিৎসার খরচ চালাতে হয়। এই প্রতিবন্ধী নাতির চিকিৎসাসহ পরিবারের এতগুলো মানুষের খাদ্যের ভার ছিল আমার ওপর। একমাত্র আয়ের উৎস এই ভ্যানটি চালিয়েই আমি সংসারের আহার জোগাড় করতাম। এটি হারিয়ে যাওয়ায় এখন আমার পক্ষে সংসার চালানো সম্পূর্ণ দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আমি প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, তারা যেন দ্রুত আমার এই ভ্যানটি উদ্ধার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।”

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে ইদানীং চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি করেছে। বারবার এমন চুরির ঘটনায় অসহায় পরিবারগুলো সর্বস্বান্ত হচ্ছে। স্থানীয়রা দ্রুত চোরচক্রকে

শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে খোয়া যাওয়া পাখি ভ্যান বা এর কোনো সন্ধান পেলে ভুক্তভোগী পরিবার অথবা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। চুরি রোধে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকর ও জোরালো পদক্ষেপ কামনা করছেন এলাকাবাসী।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল মঙ্গলবার ‘সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড ও বৃক্ষ বিতরণ’ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর ওয়াইপিএজি (YPAG) এর আয়োজনে, এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস (MIPS) প্রকল্পের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেকেন্দার আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন এবং ওয়াইপিএজি সদস্যরা।

সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচির মূল আকর্ষণ ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা ও বৃক্ষ বিতরণ। কুইজে প্রথম স্থান অর্জন করেন ইসরাত জাহান ইসরা, দ্বিতীয় হন ইফ্ফাত আবৃতা আভা এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন সামিহা রেজা।

অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়।

টানা বৃষ্টিতে ভেঙে চৌচির রাস্তা, ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত

মেহেরপুরের গাংনীতে টানা বৃষ্টিতে কাজীপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর টু বেতবাড়ীয়া রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যানবাহন নিয়ে চরম ঝুঁকিতে চলাচল করছেন এলাকাবাসী।

কয়েক দিনের টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তবে দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী।

স্থানীয়রা জানান, টানা বৃষ্টির ফলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর থেকে বেতবাড়ীয়াগামী রাস্তাটি ভেঙে চলাচলের একেবারেই অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দ্রুত মেরামত করা না হলে পুরো রাস্তা ধসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে ভারী যানবাহন তো দূরের কথা, মোটরসাইকেল নিয়েও যাতায়াত করা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভবানীপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ বলেন, “টানা বৃষ্টিতে রাস্তাটি একেবারেই ভেঙে গেছে। সাধারণ মানুষ ঠিকমতো চলাচল করতে পারছে না। যেকোনো মুহূর্তে রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙে দুই ভাগ হয়ে যেতে পারে। যতটুকু চলাচল করা হচ্ছে, তা চরম আতঙ্ক নিয়েই করতে হচ্ছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করে চলাچলের উপযোগী করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।”

অটোচালক আনছার আলী বলেন, “ভাঙা রাস্তায় চরম ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে চলাচল করতে হয়। বিশেষ করে রাতে দুর্ঘটনার ভয় বেশি থাকে। দিনের বেলায় দেখেশুনে চলা গেলেও রাতের বেলা আলোর স্বল্পতার কারণে অনেক সময় তা স্পষ্ট দেখা যায় না, ফলে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়। ভবানীপুরের ভেতরের এই ভাঙা অংশটুকু চলাচলের একেবারে অনুপযোগী। কর্তৃপক্ষ দ্রুত মেরামত না করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

তাই দ্রুত কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।”

ট্রাকচালক সাব্বির হোসেন বলেন, “ভাঙা রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে প্রায়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাটির বড় অংশ ভেঙে গেছে। আর কিছুদিন বৃষ্টি হলে এটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন কোনো রকমে যাতায়াত করা গেলেও রাতের বেলা আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় দ্রুত মেরামত না করা হলে এই রাস্তা দিয়ে কোনো ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, “ভবানীপুর টু বেতবাড়ীয়া রাস্তার একটি অংশে ভাঙন ধরার বিষয়টি আমরা জেনেছি। জনগণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করা হবে। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ, যাদের সংবাদের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি দ্রুত জানতে পেরেছি।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কথা বলে অতি দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

কাশিমপুর কারাগার থেকে পালানো গাংনীর রিম্পা গ্রেফতার

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোছা. রিম্পাকে (২১) রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-২।

রোববার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি র্যাব-২-এর একটি দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এর আগে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে রিম্পা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে তিন মেট্রন ও চার নারী কারারক্ষীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তারা হলেন- মেট্রন লায়লা আনজুমান সুমি, মেরিনা ও রেহেনা এবং নারী

কারারক্ষী শায়লা, শারমিন, জেমি ও আসমা।

কারা সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৪০ জন নারীবন্দিকে দিয়ে ইট বহনের কাজ চলাকালে তদারকির ঘাটতির সুযোগে রিম্পা অফিস ভবনের পাশের দেয়ালের কার্নিশ বেয়ে সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে তার পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

পলাতক রিম্পা মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকার ধানমন্ডি থানার একটি সিআর মামলায় তিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারে দণ্ড ভোগ করছিলেন।

গ্রেফতারের পর তাকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন কোনাবাড়ী থানার ওসি ইফতেখার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, র্যাব-২ থেকে আমাদের জানিয়েছে পালিয়ে যাওয়া বন্দি আটক আছে, আসামি নিয়ে যান। পরে মামলার আইও আসামিকে আনতে গেছেন। মোহাম্মদপুর হতে তাকে আটক করেছে। তবে ঠিক কখন গ্রেফতার করেছে সেটি আমাদের জানায়নি র্যাব।

গাংনীতে গ্রীন ভিউ কসবা’র উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

“একটি গাছ, একটি প্রাণ, একটি ভবিষ্যৎ” স্লোগানকে সামনে রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রীন ভিউ কসবার উদ্যোগে এবং কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নারী চোর চক্রের ছয় সদস্য আটক

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রোগীর টাকা ও মোবাইল ফোন চুরির চেষ্টা করতে গিয়ে নারী চোর চক্রের ছয় সদস্যকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) দুপুরে হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের বাসিন্দা রানী খাতুন তার শিশুকে নিয়ে চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে আসেন। শিশু বিশেষজ্ঞের চেম্বারের সামনে সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় চক্রটির সদস্যরা কৌশলে তার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে। পরে মোবাইল ফোন নেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার করেন।

এ সময় হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মী, রোগীর স্বজন ও উপস্থিত লোকজন ছয় নারীকে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের হেফাজতে নেয়।

প্রাথমিকভাবে আটক নারীরা জামালপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের টাকা, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল।মঙ্গলবারের এ ঘটনার পর চক্রটির সদস্যরা ধরা পড়ায় রোগী ও স্বজনদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। পুলিশ আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেহেরপুরে ইউটার্ন নেওয়া ট্রাককে ধাক্কা, খাদে যাত্রীবাহী বাস; আহত ১২

মেহেরপুর শহরের ওয়াপদার মোড় এলাকায় ইউটার্ন নেওয়া একটি ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়েছে কুষ্টিয়াগামী একটি লোকাল যাত্রীবাহী বাস। এ ঘটনায় অন্তত ১২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ওয়াপদার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া লোকাল যাত্রীবাহী বাসটি ওয়াপদার মোড় এলাকায় পৌঁছালে ইউটার্ন নেওয়ার সময় একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের পর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ও পথচারীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে অংশ নেন। আহত ১২ জনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি খাদেই উল্টে পড়ে ছিল। বাসটি উদ্ধারের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

এ ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।